বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
মুখপাত্র
www.sec.gov.bd

সূত্র নম্বর- বিএসইসি/ মুখপাত্র/০২/২০২৪/২৭৫

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ১০ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: ১০৩৮তম কমিশন সভা।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মাসুদ খান এর সভাপতিত্বে ১০৩৮তম কমিশন সভা অদ্য ১০/১১/২০২৬ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে:

১। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত স্টক ব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারদের নেগেটিভ ইকুইটি (Negative Equity) এবং আনরিয়েলাইজড লস (Unrealized Loss) সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তাদের সমন্বয়ের সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের সময়সীমা ইতোমধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তা ঐভাবেই বলবৎ থাকবে।

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বিদ্যমান নেগেটিভ ইক্যুইটির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০২৭ সাল থেকে প্রতি বছর ন্যূনতম ২৫ শতাংশ হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে ধারাবাহিক প্রভিশন সংরক্ষণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যমান নেগেটিভ ইক্যুইটি সম্পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে।

তবে, ২০২৬ সালের মধ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট নেগেটিভ ইক্যুইটির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ২০২৬ সালেই প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে নির্ধারিত নেগেটিভ ইক্যুইটির বাইরে ২০২৬ সালে নতুন কোনো নেগেটিভ ইক্যুইটি সৃষ্টি হলে তা পরবর্তী বছরগুলোর জন্য নির্ধারিত প্রভিশন সংরক্ষণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না বা তা সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের মধ্যেই সমন্বয় করতে হবে।

এছাড়া, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আরোপ করেছে:

ক। নেগেটিভ ইক্যুইটিযুক্ত বিও হিসাবের বিদ্যমান শেয়ার বিক্রির অর্থ দিয়ে নতুন করে 'এ' ক্যাটাগরির শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে পোর্টফোলিও rebalancing করা যাবে। তবে এ ধরনের ক্রয়ের বিপরীতে কোনো নতুন মার্জিন ঋণ প্রদান করা যাবে না এবং এসকল বিও হিসাবের কোন লেনদেন ব্লক মার্কেটে করা যাবে না।

খ। প্রভিশনিং ও সমন্বয়কালীন সময়ে উক্ত BO হিসাবসমূহে মার্জিন ঋণের সুদ (Interest) কিংবা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ফি (Portfolio Management Fee) আরোপ করা যাবে না।

গ। নেগেটিভ ইক্যুইটিযুক্ত হিসাবসমূহের বিপরীতে সৃষ্ট কোনো দাবি বা দায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের দায়ী করা বা তাঁদের ওপর কোনো আর্থিক দায় চাপানো যাবে না।

ঘ। বর্ধিত সময়কালে সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার কোনো নগদ লভ্যাংশ (Cash Dividend) ঘোষণা বা বিতরণ করিতে পারিবে না।

কমিশন মনে করে, এ সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারদের বিদ্যমান নেগেটিভ ইক্যুইটি ও আনরিয়েলাইজড লস পর্যায়ক্রমে সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, পুঁজিবাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বাজারের স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

২। যেসব বন্ডের ক্ষেত্রে কমিশনের Consent Letter-এ অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (ATB) তালিকাভুক্তির শর্ত রয়েছে কিন্তু এখনও অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে বন্ডগুলো তালিকাভুক্ত করা হয়নি; সেসব বন্ডের ইস্যুয়ার কোম্পানিকে আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের মূল বোর্ডে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে, বর্তমানে ATB-তে তালিকাভুক্ত বন্ডসমূহ মূল বোর্ডে স্থানান্তর বা তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ ৩০ নভেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ বিদ্যমান Listing Regulations এবং প্রয়োজনীয় Listing Requirement অনুসরণ করে মূল বোর্ডে তালিকাভুক্তির আবেদন বিবেচনা ও স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) আবেদন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া আরও কার্যকর, সমন্বিত ও সময়সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে Single Window Review পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক আইপিও আবেদন পর্যালোচনাকালে কমিশনের কোন পর্যবেক্ষণ (Observation) থাকলে তা স্টক এক্সচেঞ্জকে প্রদান করতে পারবে। স্টক এক্সচেঞ্জ উহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ কমিশনের উক্ত পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা ও বিবেচনাপূর্বক আইপিও আবেদনের বিষয়ে কমিশনের নিকট সুপারিশ দাখিল করবে। আইপিও আবেদন Single Window Review পদ্ধতিতে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হবে। ফলে আইপিও প্রক্রিয়া কোম্পানির জন্য সহজ ও সময় সাশ্রয়ী হবে এবং সামগ্রিক প্রক্রিয়া অধিকতর গতিশীল হবে।

৪। কমিশনের বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী, ইস্যুয়ার কোম্পানির কোনো পরিচালক যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, সেই ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ডিভিডেন্ড অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। কমিশন সভায় উক্ত শর্ত শিথিল করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ডিভিডেন্ড অ্যাকাউন্ট পরিচালনার সুযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে কমিশনের ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের Directive No. BSEC/CMRRCD/2021-386/03 এবং এর পরবর্তী সংশোধনীসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে নতুন নির্দেশনা জারির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্দেশনা জারির তারিখ হতে বিষয়টি কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর পক্ষে

২০/১১/২০২১

মোঃ আবুল কালাম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র